# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| ভূমিকা | ৯ |
| **শিশু-কিশোরদের চোখে নবিজি ﷺ** | **১৩** |
| ﷺকিশোরদের চোখে নবি মুহাম্মাদ | ১৬ |
| নবিজির মুখমণ্ডল | ১৮ |
| নবিজির চুল | ১৯ |
| নবিজির ব্যবহার | ২২ |
| নবিজিকে ঘিরে থাকা শিশু-কিশোররা | ২৩ |
| **আবেগ-অনুভূতি** | **২৬** |
| গর্ভে থাকা শিশুর প্রতি দয়া-মায়া | ৩২ |
| বাচ্চাদের চুমু খাওয়া | ৩৫ |
| বাচ্চাদের কোলে নেওয়া | ৩৬ |
| উপহার | ৩৯ |
| বাচ্চারা যখন ভুল করে | ৪১ |
| কন্যা | ৪৩ |
| আরেকটি মজার ঘটনা | ৪৪ |
| **ঈমান বিকাশ** | **৪৭** |
| নবির ভালো লাগা, আমার ভালোবাসা | ৫২ |
| সিরাহ রহস্য | ৫৩ |
| আল্লাহকে বিশ্বাস | ৫৫ |
| পরজীবনে বিশ্বাস | ৫৭ |
| তাকদির বা ভাগ্যলিপিতে বিশ্বাস | ৫৮ |
| কুরআনের প্রতি ভালোবাসা | ৫৮ |
| কুরআনের প্রতি কীভাবে ভালোবাসা বাড়াবেন | ৬০ |
| ঈমান গেঁথে দেওয়ার বটিকা | ৬২ |

| | |
|---|---|
| **ইবাদত** | **৬৪** |
| প্রশিক্ষণ | ৬৬ |
| সুখস্মৃতি | ৬৮ |
| পুরস্কার | ৭২ |
| ইবাদতে অভ্যস্ত করার বটিকা | ৭৪ |
| **নীতিকথার পাঠ** | **৭৬** |
| অসামান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য | ৭৮ |
| দরদের অনুভূতি | ৮০ |
| বাবা-মায়ের সঙ্গে ভালো আচরণ | ৮৩ |
| পাশের বাড়ির মানুষজনের সঙ্গে ভদ্রতা | ৮৫ |
| মুসলিম পরিচয় | ৮৬ |
| সুন্দর আচার-আচরণ গড়ে তোলার টিপস | ৮৮ |
| **শালীনতার পাঠ** | **৯০** |
| শালীনতা শেখাতে নামাজ | ৯২ |
| দরজায় কড়া নাড়া | ৯৩ |
| আলাদা বিছানা | ৯৪ |
| ঘরের বাইরে | ৯৫ |
| সূরা নুর শেখান বাচ্চাকে | ৯৭ |
| **সামাজিকতা** | **১০২** |
| সালাম | ১০২ |
| দেখা-সাক্ষাৎ | ১০৪ |
| রাতে আত্মীয়দের বাসায় | ১০৫ |
| আত্মবিশ্বাস | ১০৫ |
| ভালো বন্ধু | ১০৭ |
| সুস্থ মানসিক বিকাশের বটিকা | ১০৮ |
| শেষ কথা | ১১০ |

# ভূমিকা

নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনী নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য সিরাত গ্রন্থ। একেক বইতে নবিজির ﷺ জীবনকে উপস্থাপন করা হয়েছে একেকভাবে। তবে এ বইতে আমি তাঁর জীবনের একটা ভিন্ন দিক উপস্থাপন করব। আমার জানা মতে, এর আগে কখনো এ বিষয়টি নিয়ে কোনো একক বই রচিত হয়নি। এ বইটিতে আমি বলব– নবি ﷺ কীভাবে সন্তানদের মানুষ করেছেন, তাদের সুস্থ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করেছেন, গড়ে তুলেছেন আগত প্রজন্মের দিশারি হিসেবে।

নবিজীবন নিয়ে কত যে বই রচিত হয়েছে, তার শুমার নেই। একেক বইতে নবিজির জীবনকে উপস্থাপন-বিশ্লেষণ করা হয়েছে একেকভাবে। তবে এ-বইতে তাঁর জীবনের এমন একটা দিক তুলে ধরব, যা আগে কখনো কোনো বইতে দেখা যায়নি।

বইটি মূলত লিখেছি ড. হিশাম আল-আওয়াদির *চিলড্রেন অ্যারাউন্ড দা প্রফেট* অবলম্বনে। বইটি পড়তে গিয়ে প্রিয়নবিকে এক নতুন চোখে দেখতে শুরু করেছিলাম। কত আঙ্গিক, কত ভূষণেই তো চিনি তাঁকে। কিন্তু নিজ হাতে তিনি কীভাবে সন্তান মানুষ করেছেন, তাদের সুস্থ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করেছেন, গড়ে তুলেছেন আগত প্রজন্মের দিশারি হিসেবে– সে আলোয় তো কখনো দেখিনি তাঁকে!

তো, পড়তেই পড়তেই মনে ইচ্ছে জেগেছিল বইটি নিয়ে কাজ করার। মূল বইটিতে লেখকের নজর ছিল পশ্চিমা সমাজে বেড়ে উঠা শিশু-কিশোররা। এর অনেক কিছু আমাদের জন্য খাটে, অনেক কিছু আবার খাটে না। তা ছাড়া আমার নিজস্ব কিছু চিন্তা-ভাবনাও ছিল কিছু বিষয়ে। সব মিলিয়ে তাই বইটি হুবহু অনুবাদ না করে মূলটা আয়নায় রেখে নিজের মতো করে আমাদের উপযোগী করে সাজিয়েছি।

শিশুদের মানুষ করা, তাদের প্রয়োজন মেটানো, খুব কঠিন একটা কাজ। জন্মের পর থেকেই শুরু হয় শিশুদের 'মানুষ' করার সংগ্রাম। নবি ﷺ কীভাবে শিশু-কিশোরদের মানুষ করেছেন, সেই শিক্ষা থেকে রসদ কুড়িয়ে আমরা বর্তমান সমাজে কাজে লাগাব। নবিজির সঙ্গে মিশেছেন, তাঁকে নিজের চোখে দেখেছেন, তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্যুতিতে দীপ্তিময় হয়ে পরবর্তী জীবনে যারা হয়ে উঠেছিলেন একেকজন আলোর মশাল– এমন বেশ কিছু কিশোর সাহাবিদের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে আমাদের।

প্রথম অধ্যায়ে আমাদের সাক্ষাৎ হবে নবিজির ﷺ সঙ্গে। তাঁর পরশে রঙিন হওয়া বেশ কয়েকজন শিশু-কিশোর সাহাবিদের সঙ্গেও পরিচয় হবে আমাদের। নবিজির দয়া, ভালোবাসা, মমতার মতো যে বিষয়গুলো কিশোর সাহাবিদের মনে প্রভাব ফেলেছিল, সেসব বিষয়ে কথা হবে এখানে। ইসলামের শুরুর দিকে মক্কা-মদিনায় বেড়ে উঠা নবীন সাহাবিদের পরিবার-পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়েও কিছু কথা হবে।

শিশু-কিশোরদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে আবেগ-ভালোবাসার গুরুত্ব অমূল্য। এখান থেকেই তৈরি হয় আধ্যাত্মিকতা এবং ঈমান রচনার ভিত। শিশুদের সঙ্গে মুহাম্মাদ ﷺ এক আদর-মমতামাখা সম্বন্ধ গড়েছিলেন। তাদের মাঝে পুরে দিয়েছিলেন আত্মবিশ্বাস। শিশু-কিশোরদের সঙ্গে তাঁর ছিল ভালোবাসার সম্পর্ক। এ জন্য তিনি যখনই যা বলতেন, তারা খুব আগ্রহভরে লুফে নিতেন। মনোযোগী শ্রোতা হয়ে হৃদয়ে গেঁথে নিতেন তাঁর কথামালা। অর্জিত শিক্ষা চর্চা করতেন মনপ্রাণ দিয়ে। ইসলামের শিক্ষা দেওয়ার বেলায় আমাদের বাবা-মায়েদেরও হতে হবে এমন। ভারী ভারী কথা আর ভাষণের চেয়ে সন্তানদের সঙ্গে আস্থা ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়লে ইসলাম চর্চা করানোর ব্যাপারে বাবা-মায়েদের তেমন বেগ পেতে হবে না– দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসব কথাই বলা হয়েছে।

শিশু-কিশোরদের মাঝে ঈমান গেঁথে দিতে আগে বাবা-মায়েদের ইসলামের ধারক-বাহক হতে হবে। তাদের নিজেদের কথায় ও কাজে থাকতে হবে ইসলামের প্রতিচ্ছবি। তৃতীয় অধ্যায়ে নবিজির দয়া-মায়া ও ভালোবাসা বিষয়ক বেশ কিছু হাদিসের উল্লেখ করেছি। ইসলামের সঙ্গে সন্তানের নিবিড় বাঁধন গড়তে এগুলো কাজে লাগবে।

নবিজি শিশু-কিশোরদের কীভাবে আল্লাহর ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করতেন, তা নিয়ে কথা হবে চতুর্থ অধ্যায়ে। ইবাদতে অভ্যস্ত করার ব্যাপারে অভিভাবক ও সন্তান উভয়কেই ধৈর্য ধারণ ধরতে হবে। কাজটা করতে হবে ধাপে ধাপে। আর মূল দৃষ্টি থাকবে দৈনিক পাঁচবার নামাজের বিষয়ে। ইবাদতের বেশ কিছু ধরন শিশু, এমনকী কিশোরদের জন্যও বাধ্যতামূলক নয়। তাই সেসব ইবাদত তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করতে হবে আল্লাহর উপাসনার সঙ্গে একটা আত্মিক বন্ধন গড়ে তুলতে। নবি মুহাম্মাদ ﷺ সেই কাজটি কীভাবে করেছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ থাকবে এখানে।

শিশু-কিশোরদের মাঝে নৈতিকতার পাঠ অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাজটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আজকের দুনিয়ায় এটা রপ্ত করাও বেশ তেমন। নবি মুহাম্মাদ ﷺ কীভাবে সে কাজটি আঞ্জাম দিতেন, তা-ই বলব পঞ্চম অধ্যায়ে।

শিশু-কিশোরদের মাঝে ঈমান গেঁড়ে দেওয়া গেলে, আল্লাহর ইবাদত চর্চায় অভ্যস্ত করা গেলে, স্বাভাবিকভাবেই তাদের মাঝে নীতি-নৈতিকতা গড়ে উঠবে। ওয়াজ-মাহফিল, লেকচার-বক্তৃতা করে বাচ্চাদের মাঝে মূল্যবোধ গড়ে তোলা যায় না। বাবা-মা আচার-আচরণের মাধ্যমে যত কার্যকরভাবে শিশুদের মাঝে এই বোধ গড়ে তুলতে পারবে, তা আর অন্য কোনোভাবেই সম্ভব নয়; এটাই ছিল নবিজির শিক্ষা।

যৌনতা বা শারীরিক আকর্ষণের বিষয়ে শিশু-কিশোরদের সঙ্গে কথা বলাটা আমাদের সমাজে যেন অঘোষিত 'পাপ'। অথচ নবিজির সুন্নাহ তো বটেই; কুরআনের মাঝেও রয়েছে এ সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা।

বাড়ন্ত বয়সে এ বিষয়গুলো তাদের মাঝে খোলাসা না করলে নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণের গ্রাসে পরিণত হয় তারা। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমি তাই দেখাব, নবি মুহাম্মাদ ﷺ কীভাবে শিশু-কিশোরদের সঙ্গে এসব বিষয় সামাল দিয়েছেন, তাদের শারীরিক আকর্ষণকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। যৌনতা বর্তমান সময়ে ঢুকে পড়েছে ঘরের কোণে কোণে। তাই সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই বাবা-মা এসব বিষয়ে উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েন। এসব বিষয়ে তারা কীভাবে শিশু-কিশোরদের মার্জিত করবেন, এ অধ্যায়ে সেসব বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হবে।

সপ্তম অধ্যায়ে কথা বলব সামাজিকতা নিয়ে। মানুষ সামাজিক জীব। প্রাচীনকাল থেকে এভাবেই তাদের বসবাস। এভাবেই তাদের বিকাশ। কিন্তু বর্তমান সময়ে সবাই যেন কেমন নিজের কুঁড়েঘরে বন্দি থাকে। অনেকের সঙ্গে শিশু-কিশোররা সহজে মিশতে পারে না। স্কুল-কলেজ পেরিয়ে জীবনের বাস্তব মঞ্চে নিজেকে মেলে ধরতে হিমশিম খায়; সমাজের কার্যকর অংশ হতে পারে না। নিজেদের মুসলিম পরিচয় নিয়ে ভোগে হীনম্মন্যতায়। এ অধ্যায়ে দেখব, নবি মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর অনুপম আদর্শের মাধ্যমে এক আত্মনির্ভরশীল সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন মুসলিম হিসেবে গর্বিত এক প্রজন্মধারা। বাসাবাড়িতে বাবা-মায়ের প্রচেষ্টা যেন নস্যাৎ হয়ে না যায়, এ অধ্যায়ে থাকবে তার টোটকা।

চলুন, তাহলে শুরু করি...

# ঈমান বিকাশ

ইসলাম শিক্ষাবিষয়ক যেকোনো বই হাতে নিলে শুরুতে পাবেন আকাইদ বা আকিদার অধ্যায়। মুসলিমদের জন্য আকিদা-বিশ্বাস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই, তবে মানুষের মনস্তত্ত্ব বইয়ের গৎবাঁধা অধ্যায়ের সরলরেখার মতো না। শিশু-কিশোরদের বেলায় তো আরও বেশি করে না। তাদের বেলায় আগে চাই আস্থা-ভালোবাসা, এরপর সবক।

শিশু-কিশোরদের সঙ্গে যন্ত্রমানবের মতো সম্পর্ক ছিল না নবিজির। তিনি ছিলেন তাদের অত্যন্ত প্রিয় একজন মানুষ। তাঁকে তারা 'হুজুর' হিসেবে চিনত না; চিনত অনেকটা 'দাদাভাই', 'নানাভাই'-এর মতো। কেউ যদি আপনাকে ভালোবাসে, আপনার ওপর আস্থা রাখে, তবে তাকে সহজেই যেকোনো কিছু বিশ্বাস করাতে পারবেন। শিশু-কিশোরদের সঙ্গে নবিজি আগে ঠিক এ রকম এক ভালোবাসা ও আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। ধৈর্য ধরে এমন একটি সম্বন্ধ তৈরি করার পর তিনি বলেছেন– 'দেখ, আমি আল্লাহর নবি। তোমরা যদি জান্নাতে যেতে চাও, তাহলে আমার কথা শোনো। আল্লাহকেও তোমাদের ভালোবাসতে হবে। যদি সত্যিই তোমরা আমাকে ভালোবাসো, তাহলে আল্লাহকেও ভালোবাসতে হবে। কারণ, আমাকে তিনিই পাঠিয়েছেন।'

এ জন্য আগে ভালোবাসা-আস্থার আলাপ করে আকিদা-বিশ্বাসের কথা বলছি।

আজকাল ঈমান-আকিদার বিষয়গুলো আমাদের কাছে অন্তহীন ধর্মীয় বিতর্কের বিষয়। আল্লাহর কি হাত আছে? আল্লাহ কি আরশের ওপরে? তিনি কি সর্বত্র বিরাজমান? এসব প্রশ্নের আলোচনা করতে আমাদের অনেক আগ্রহ। কিন্তু এগুলোর আলোচনা আল্লাহর প্রতি আমাদের ভালোবাসা কতটা বাড়াচ্ছে? এসব আলোচনা কি আমাদের মনে আল্লাহর জন্য সব কুরবানের মানসিকতা তৈরি করছে? আমরা কি নবিজিকে সহায়-সম্পদ আর পরিবারের চেয়ে বেশি ভালোবাসতে পারছি?

বলছি না, এসব আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। উপযুক্ত পরিস্থিতিতে সীমিত পরিসরে এসব নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে। তবে এগুলো নিয়ে যেভাবে বাহাস হয়, তা সাধারণদের জন্য রীতিমতো বিব্রতকর।

যাহোক, আসল কথায় ফিরে আসি।

প্রথম কাউকে ভালোবাসার অনুভূতি মনে আছে আপনার? তার নাম শুনলেই কেমন যেন বুকে কাঁপন তৈরি হতো। তাকে দেখলে যেন বুকে হাতুড়ি পেটাত কেউ। আচ্ছা, নবিজির নাম শুনলে কি মনে এমন কোনো অনুভূতি জাগে? আপনি ধার্মিক মুসলিম হলে বড়োজোর 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলবেন, তারপর?

সাহাবিদের বেলায় কিন্তু এমন হতো না। নবিজির নাম শুনলে তাঁরা কান খাঁড়া করে রাখতেন। নবিজি কিছু বললে চোখ-কান-হৃদয় দিয়ে লুফে নিতেন সব।

> 'বিনয়ে তাঁরা এমনভাবে মাথা নুয়ে রাখতেন, এমন স্থির হয়ে বসে থাকতেন, যেন তাদের মাথায় পাখি বসে আছে।' তিরমিজি

বড়ো বড়ো সভা-সেমিনারে দেখে থাকবেন, মানুষের মনোযোগ ধরে রাখা দায়। সবাই যে যার মতো আলাপ করছে। কিন্তু নবিজি কিছু বললে বা তাঁর কোনো কথা শুনলে সাহাবিরা সঙ্গে সঙ্গে চুপ হয়ে যেতেন। এমন গহিন ছিল তাদের ভালোবাসা। নবিজিকে সাহাবিরা বিশ্বাস করতেন। কারণ, সাহাবিরা তাঁকে ভালোবাসতেন। আগে ভালোবাসা, এরপর বিশ্বাস। এ জন্যই হয়তো নবিজি বলেছেন–

> 'কেউ যদি আমাকে তার বাবা বা সন্তানের চেয়ে বেশি ভালো না বাসে, তার ঈমান পূর্ণ হবে না।' বুখারি

কিশোররা নবিজির সঙ্গে নানা কাজে, নানাভাবে মজবুত বন্ধনের ভিত গড়ে তুলেছিল। সেই ভিতের ওপরই নবিজি গড়েছেন বিশ্বাসের ইমারত।

সন্তানের মাঝে ঈমান গেঁথে দিতে চান? তাহলে আগে নবিজির প্রতি তাদের মনে ভালোবাসা পয়দা করুন। সে জন্য আগে চাই আপনার নিজের মাঝেই তাঁর প্রতি নিখাদ ভালোবাসা। তারা যেন দেখে, নবিজির নাম শুনতেই আপনার চোখে শ্রদ্ধা-সম্মান-ভালোবাসার দীপ্তশিখা জ্বলে ওঠে। তারা যেন দেখে, নবিজির নাম শুনতেই আপনার মুখ দিয়ে বেড়িয়ে আসে দরুদ। তাঁর সম্মানে নুইয়ে আসে আপনার অন্তর। তারা যেন দেখে, শুক্রবারের দিনটিতে অনেক বেশি বেশি হারে আপনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়ছেন। কারণ, নবিজি বলেছেন–

> 'ওইদিন (শুক্রবার) বেশি বেশি করে আমার প্রতি শান্তি ও আশিস পাঠাও। কারণ, ওগুলো আমার কাছে উপস্থাপন করা হবে।' নাসায়ি

আপনার কথা-কাজ, আচার-আচরণ সবকিছুতেই নবিজিকে ভালোবাসার ছাপ থাকতে হবে। কারণ, আপনি হয়তো জানেন না, বাচ্চারা কথার চেয়ে আপনার কাজকেই বেশি দাম দিয়ে থাকে। অর্থাৎ, তাকে কী করতে বলছেন– তার চেয়ে সে বেশি খেয়াল করবে, আপনি নিজে কী করছেন। আপনি নিজে যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রিকেট খেলা দেখেন, গেইম অফ থ্রোনসের পরবর্তী পর্ব দেখার জন্য উসখুস করেন, তাহলে আপনার বাচ্চা কীভাবে নবিজিকে নিয়ে আগ্রহী হবে? আপনি তাদের যতই বলুন– নবিজির মতো হতে, তারা কিন্তু ঠিকই বুঝে নেবে, তাদের বাবা-মা আসলে কাদের মতো।

সুতরাং বাচ্চাকে ঈমানের তালিম দেওয়ার আগে, তার মনে নবিজির প্রতি ভালোবাসা জাগান।

কচিকাঁচা আর কিশোর-কিশোরীরা নবিকে বড়ো ভালোবাসতেন। আলি (রা.) একবার বলেছিলেন–

> 'তাকে কেউ প্রথমবার দেখলে ভয় পেত, কিন্তু একবার যে তাঁকে চিনে ফেলত, ভালোবেসে ফেলত।' তিরমিজি

প্রথমবার তাকে দেখলে স্বাভাবিকভাবে এক ধরনের শ্রদ্ধামাখা ভয় জেগে উঠত। তবে নবিজির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললে তাঁকে ভালো না বেসে পারা যেত না।

বাচ্চাদের দেখবেন, অচেনা কাউকে দেখলে শুরুতে কাছে যেতে চায় না। অনেক কিছু বলে–করে বা কিছু দিয়ে তাদের কাছে টানতে হয়।

নবিজিকে দেখেও শুরুতে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা দূরে দূরে থাকত। কিন্তু নবিজি এমন কিছু করতেন, যার ফলে তারা কাছে না ঘেঁষে পারত না। নবিজি তাদের জড়িয়ে ধরে চুমু খেতেন। খেজুর কিংবা ছোটোখাটো উপহার দিতেন। তাদের জামা-কাপড়ের তারিফ করতেন। এভাবে নিমিষেই তাদের আপন করে নিতেন। ফলে শিশু-কিশোরদের সামনে থেকে সরে যেত ভয়ের পর্দা।

জায়েদ বিন হারিসার নাম শুনে থাকবেন অনেকে। তিনি ছিলেন নবিজির পালকপুত্র। ইসলামে তখনও সন্তান দত্তক নেওয়া নিষেধ ছিল না। পরে কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ করে আল্লাহ সন্তান দত্তক নেওয়া নিষেধ করে দেন।

ছোটোবেলায় একদল দস্যু জায়েদকে অপহরণ করে দাস-বাজারে বিক্রি করে দেয়। ঘটনাক্রমে তিনি এসে পড়েন নবিজির হাতে। তাকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন তিনি। বহু বছর পর জাইদের বাবা খোঁজ পান– তার সন্তান মক্কায় আছে। খোঁজ পেয়ে ছুটে আসেন সেখানে। জানতে পারেন, ছেলে আছে নবি মুহাম্মাদের কাছে। বাবা নবিজিকে অনুরোধ করেন জায়েদকে মুক্ত করে দিতে। নবিজি আপত্তি করলেন না, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ছেড়ে দিলেন জায়েদের হাতে। বললেন– 'তুমি তো জানোই আমি কে। আমি যে তোমাকে কত ভালোবাসি, আদর করি, তা তো দেখেছ। তুমি যদি চাও, আমার সঙ্গে থাকতে পারো অথবা তাদের সঙ্গে যেতে পারো।'

জায়েদ এক মুহূর্ত চিন্তা না করে বললেন– 'আপনার ওপর আমি কাউকে স্থান দিই না। আপনিই আমার বাবা, আপনিই আমার মা।'

ছেলের কথা শুনে বাবার তো চোয়াল খুলে পড়ার জোগাড়! মুক্ত হওয়ার বদলে সে কীভাবে দাসত্বকে বেছে নিচ্ছে! জায়েদ বললেন– 'আমি তাঁর মাঝে অসাধারণ সব আচরণ দেখেছি। তাঁকে ছাড়া আর কাউকে বেছে নিতে পারব না।'

বিশ্বাসের আসল মানে বুঝি এ-ই!